দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 27 MAY 1987
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

005

ঢাকা মহানগরী শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সেমিনারে ধর্মমন্ত্রী

শিক্ষক সমাজের কাছে প্রেসিডেন্ট এরশাদ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

ধর্মমন্ত্রী ও বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের মহাসচিব আলহাজ এম, এ, মান্নান শিক্ষক সমাজের সার্বিক উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করে বলেছেন, এ ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট লেঃ জেনারেল (অবঃ) এইচ, এম, এরশাদ নিজেই সচেতন। প্রেসিডেন্ট এরশাদ শিক্ষক সমাজের জন্য যা করেছেন ইতিপূর্বে কোন সরকার তা করেননি। মন্ত্রী গতকাল বিকেলে ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্সটিটিউট মিলনায়তনে ঢাকা মহানগরী শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন আয়োজিত রমজানের তাৎপর্য ও গুরুত্ব শীর্ষক এক সেমিনারে প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন। মহানগরী শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সভাপতি প্রিন্সিপ্যাল আবদুর রাজ্জাকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সেমিনারে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন খন্দকার নাসির উদ্দিন, মাওলানা রূহুল আমীন, জনাব লুৎফর রহমান, জনাব হারুনুর রশীদ, জনাব নূরুল্লাহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

ধর্মমন্ত্রী আলহাজ এম, এ, মান্নান রমযানের তাৎপর্য ও গুরুত্বের উপর আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, সিয়াম সাধনার মাস পবিত্র রমযান আজ শেষ প্রান্তে এসেছে। ত্যাগ ও সংযমের এই মহান মাস থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য তিনি সকলের প্রতি আহবান জানান।

২-এর পৃঃ দেখুন

ধর্মমন্ত্রী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মাওলানা মান্নান শিক্ষক সমাজের বিভিন্ন সমস্যার কথা উল্লেখ করে বলেন, শিক্ষকদের বাসস্থান ও চিকিৎসার সুব্যবস্থার জন্য মহামান্য প্রেসিডেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে। তিনি এ প্রসংগে বলেন, প্রেসিডেন্ট নিজেই শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধার জন্য সচেতন। ইতিপূর্বে শিক্ষকদের জন্য যেসব সুযোগ-সুবিধা তিনি দিয়েছেন তা তিনি নিজের আন্তরিকতা ও উদ্যোগেই দিয়েছেন, অন্য কারো বা কোন মন্ত্রণালয়ের এতে কোন অবদান নেই। এ ব্যাপারে সকল ক্রেডিট প্রেসিডেন্টের।

মন্ত্রী ফেডারেশনের কর্মতৎপরতার মাধ্যমে শিক্ষক সমাজের সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে যে অবদান রেখেছেন তার কথা উল্লেখ করে বলেন, সংগঠনকে আরো শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হবে। জেলা, উপজেলা পর্যায়ের ইউনিটগুলোর শক্তি বৃদ্ধির সাথে একদিকে যেমন সংগঠনের বিস্তৃতি ঘটাতে হবে আবার সংগঠনের প্রাণকেন্দ্র ঢাকা মহানগরী ইউনিটকে শক্তিশালী দুর্গে পরিণত করতে হবে। এ ব্যাপারে তিনি শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের প্রতিটি নেতা ও কর্মীকে আন্তরিকতার সাথে কাজ করার আহবান জানান।

মন্ত্রী বলেন, শিক্ষকদের বেতন স্কেলের কথা উল্লেখ করে বলেন, বর্তমানে রাজধানীর ঢাকা কলেজের একজন শিক্ষক যে বেতন ও সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন ঠিক একই রকম সুযোগ-সুবিধা এবং বেতন ভাতা প্রত্যন্ত এলাকার শিক্ষকরাও পাচ্ছেন।

মন্ত্রী আগামীতে শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য সকল প্রকার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার কথা উল্লেখ করেন।

আলোচনার পর মন্ত্রী ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ, সংসদ সদস্যসহ আগত মেহমানগণ এক ইফতার পার্টিতে অংশ